ঝিনাইদহে সমৃদ্ধি প্রকল্পের অভিজ্ঞতা বিনিময় সভা

ঝিনাইদহে হোম বেইজড গার্মেন্টস নারী শ্রমিকদের সুরক্ষা, অধিকার ও মর্যাদা (সমৃদ্ধি) প্রকল্পের অভিজ্ঞতা বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (১৯মার্চ) সকালে ঝিনাইদহ সদর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সমৃদ্ধি প্রকল্পের জেলা জোটের সভাপতি আমিনুর রহমান টুকুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রাজিয়া আক্তার চৌধুরী।

বিশেষ অতিথি ছিলেন সরকারি নুরুন্নাহার মহিলা কলেজের সাবেক উপাধ্যক্ষ এন এম শাহজালাল, সদর থানার নারী ও শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধি হেলথ ডেক্স’র কর্মকর্তা এস আই ডলি রানী সরকার, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা মিজানুর রহমান, পৌরসভার কাউন্সিলর ফারহানা রেজা আঞ্জু। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ওয়েলফেয়ার এফোর্টস (উই)’র পরিচালক শরীফা খাতুন।

অনুষ্ঠানে জানানো হয়, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে হোম বেইজড নারী গার্মেন্টস নারী শ্রমিকদের কাজের স্বীকৃতি, ন্যায্য মজুরী ও মর্যাদা ও ক্ষমতায়িত হবার মাধ্যমে তাদের সার্বিক কল্যাণ বৃদ্ধি করতে ২০২২ সালের অক্টোবর থেমে ঝিনাইদহে সমৃদ্ধি প্রকল্পের কাজ শুরু হয়। অক্সফ্যাম ইন বাংলাদেশ’র সহযোগিতা এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করে উই। ঝিনাইদহ পৌরসভা ও সদর উপজেলার কালীচরণপুর এবং পাগলা কানাই ইউনিয়নে এই প্রকল্প চলমান ছিলো। মার্চে এক প্রকল্পের কাজ শেষ হচ্ছে। প্রকল্প চলমান থাকা অবস্থায় ৫০০ জনকে জেন্ডার ভিত্তিক, ৫০০ জনকে দর্জি সেলাই প্রশিক্ষণসহ হোম বেইজড গার্মেন্টস নারী শ্রমিকদের নানা বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

ঝিনাইদহের কর্মসংস্থান ও মানুষের কল্যানে সারাদেশে সেবা প্রদান করছে“সিও”

দেশ ও মাটি মানুষের কল্যানে সারা বাংলাদেশে সেবা প্রদান করে এগিয়ে যাচ্ছে “সিও”। স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মানে নিরলস ভাবে কাজ করে চলেছে। বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ ও ভাগ্য বদলে অগ্রনী ভূমিকা রাখছে ঝিনাইদহের সিও সংস্থা। বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী মানব কল্যান প্রতিষ্ঠান সিও ১৯৮৬ সালে জেলা শহরের চাকলাপাড়ায় কার্যক্রম শুরু করে। প্রতিষ্ঠানটি মানব সেবা, বেকারত্ব দূরিকরনের লক্ষ্যে উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে সাবলম্বী করা,স্বাস্থ্য সেবা, কৃষি, সমাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে সরকারকে সহযোগিতার পাশাপাশি স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনে ভুমিকা রেখে চলেছে। ঝিনাইদহ জেলায় প্রথম শুরু করলেও হাটি হাটি পা পা করে বর্তমানে দেশের ৪৩ টি জেলায় তাদের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

সিও’র প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক সামছুল আলম জানান, কৃষি, ক্ষুদ্র উদ্দ্যোগী ও মহিলা উদ্দ্যোক্তাদের পুজিগঠনে সহযোগিতা করা। গৃহায়ন প্রকল্পের মাধ্যমে গৃহহীনদের গৃহের ব্যবস্থা ও আর্থিক সহযোগিতা দ্বারা আবাসনের ব্যবস্থা করা হয়। সামাজিক বনায়ন ও নার্সারী প্রকল্পের মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা হয়। বিশুদ্ধ পানি ও স্যানিটেশন সরবরাহ করে এই প্রকল্প দ্বারা স¦◌াস্থ্য সচেতন করা হয়। শিক্ষা প্রকল্প যেমন, শিশু শিক্ষা, কিশোর-কিশোরী শিক্ষার মাধ্যমে স্বাক্ষর জ্ঞান দান করা হয়। প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা প্রকল্পের কারনে বিনা মূল্যে স্বাস্থ্যসেবা চলমান আছে। পোল্ট্রি, ডেইরী ফার্ম, মৎস্য চাষ প্রকল্পর সহযোগিতায় পুষ্টির অভাব পূরনে অভাবনীয় সাফল্য রেখে চলেছে।

মা ও শিশু স্বাস্থ্য প্রকল্পে যে সমস্ত মা এবং শিশু মাতৃত্বকালীন পুষ্টির অভাবে থাকে সেসকল মা ও শিশুকে পুষ্টিকর খাবার বিতরণ এবং মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রদান করা হয়।

এইচ.আই.ভি. এইডস প্রকল্পের মাধ্যমে উঠান বৈঠক ও সভা সেমিনার দ্বারা সচেতনমূলক আলোচনা করা হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগ

এমন কার্যক্রমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে প্রায় ৫ হাজার শিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতীদের। সিও সংস্থার কার্যক্রমের উপকারভোগীর সংখ্যা বর্তমানে প্রায় ৩৭ লাখের মত দাড়িয়েছে।

উপকারভোগী মেহেরপুর জেলার মুজিবনগরের রুপালী খাতুন জানান, সিও সংস্থা থেকে ২০ হাজার টাকা ঋন নিয়ে দোকান করে স্বাবলম্বী হয়েছেন। একই উপজেলার রহিমা বেগম ৫০ হাজার টাকা ঋন নিয়ে করেছেন ছাগলের খামার। ঋন পরিশোধ করে এখন তারা দুজনেই স্বামী সন্তান নিয়ে খুব ভালো ভাবে দিনাতিপাত করছেন।

শুধু তারা দুজনেই নয় দেশের ৪৩ টি জেলায় এমন হাজার হাজার পরিবার ক্ষুদ্র ঋন নিয়ে আর্থিকভাবে হয়েছেন স্বাবলম্বী। পাশাপাশি তাদের বিভিন্ন কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে।

সিও সংস্থা দেশের দরিদ্র জনগোষ্টির কল্যানে বিভিন্ন প্রকল্প সফল ভাবে নিয়মবিধি মেনেই বাস্তবায়ন করে মানুষের কষ্ট লাঘবের জন্য কাজ করছে, যা সিও সংস্থা অবশ্যই প্রসংশার দাবিদার। সিও সংস্থার ভবিষৎ পরিকল্পনা হাসপাতাল, এতিমখানা, মেডিকেল কলেজ তৈরী করে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা দেওয়া। তাই সিও’র প্রতিটা কার্যক্রমই মানুষের কল্যানে কাজ করা।

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডুতে আগুনে পুড়েছাই হলো কৃষকের বসতঘর

ঝিনাইদহের হরিণাকুন্ডুতে আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে কৃষকের বসতভিটা। আগুনে নগদ টাকা ও ঘরের আসবাবও পুড়েছে বলে জানা গেছে।

আজ শনিবার (১৬ মার্চ) সকাল ১১ টার দিকে উপজেলার ধুলিয়া গ্রামের কৃষক ওমর ফারুকের বসতভিটায় বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয় বলে ধারণা করা হচ্ছে। ওমর ফারুক ওই গ্রামের ইদ্রিস আলীর ছেলে।

স্থানীয়দের অভিযোগ ফোন দিলেও রিসিভ করেননি ফায়ারসার্ভিস দপ্তর।

৯৯৯ নম্বরে কল করেও মেলেনি ফায়ারসার্ভিসের সেবা।

আজিজুর রহমান নামে ওমর ফারুকের এক স্বজন জানান, সকালে ঘরে বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লাগে। এ সময় ঘরের ভিতরে থাকা গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরিত হয়। পরে আগুন পুরো বসতভিটায় ছড়িয়ে পড়ে।

তিনি দাবি করেন, বেশ কয়েকবার হরিণাকুণ্ডু ফায়ারসার্ভিসের নাম্বারে ফোন করেন কিন্তু তারা রিসিভ করেননি। পরে তিনি ৯৯৯ নম্বরে কল করেন। এরপর ফায়ারসার্ভিস থেকে তাঁদের ফোন দেওয়া হয়। কিন্তু তার আগেই পুরো বসতঘর পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

জুয়েল নামে স্থানীয় এক যুবক জানান, আগুন লাগার পর ফায়ারসার্ভিসকে ফোন দিয়ে না পেয়ে গ্রামবাসী আগুন নেভানোর চেষ্টা করেও লাভ হয়নি।

ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক ওমর ফারুক জানান, আগুনে তাঁর ঘরে থাকা নগদ ৩৫ হাজার টাকা, আসবাবপত্র, টিভি, ফ্রিজ, ঘরের টিনের চালাসহ সবকিছু পুড়ে গেছে। এতে তাঁর প্রায় পাঁচ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে।

হরিণাকুণ্ডু ফায়ারসার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্সের স্টেশন কর্মকর্তা মো. জামাল উদ্দিন ফোন না ধরার অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, আমরা আমাদের জরুরীসেবার নাম্বারটা পরিবর্তন করেছি। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থান এবং জনপ্রতিনিধিদের কাছে নতুন নাম্বার দেওয়া হয়েছে। সম্ভবত তাঁরা আগের নাম্বারে ফোন করে পাননি। পরে ঢাকা থেকে খবর পেয়ে সেখানে পৌছানোর আগেই ওই আগুন নিভে গেছে বলে জানতে পেরে আমরা ফেরত এসেছি।

কোটচাঁদপুর পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদে সংবাদ

সম্মেলন

পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন করেছেন, কুশনা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক রবিউল ইসলাম। শনিবার কোটচাঁদপুরের বলুহর স্ট্যান্ডের একটি কক্ষে এ সম্মেলন করেন তিনি।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন, কুশনা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক রবিউল ইসলাম। এ সময় উপস্থিত ছিলেন, জেলা পরিষদ সদস্য ও আওয়ামীলীগ নেতা কে এম হেলারিং, কুশনা ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক ইউপি সদস্য ও শ্রমিকলীগ নেতা নাসির উদ্দীন।

তিনি বলেন কুশনা ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান আমার রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ। গেল ২০১৪ সালে তাঁর পিতা জোনাব আলী মাস্টারকে শেরখালী মোড়ে কে বা কাহারা গুলি করে হত্যা করেন। ওই ঘটনার মামলায় তিনি আমাকে আসামি করেন। মামলাটি বর্তমানে আদালতে বিচারাধীন।

সম্প্রতি তিনি মামলাটি ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার মানসে,আমার ছেলের ফেসবুকে করা একটি পোস্টকে কেন্দ্র করে কোটচাঁদপুর থানায় জিডি করেন। জিডিতে তিনি তাঁর প্রাণ নাশের হুমকি ধামকি কথা উল্লেখ করেছেন। ঘটনাটি নিয়ে কয়েকটি পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

সংবাদ প্রকাশের পর তিনি আমি ও আমার পরিবার নিয়ে যে নীল নকশা করছেন। তাঁর প্রতিবাদে আমি ও তাদের নামে কোটচাঁদপুর থানায় একটি জিডি করেছি। জিডি নাম্বার-৬০৬, তারিখঃ ১৩-০৩-২৪।

রবিউল ইসলাম বলেন, তিনি যে ষড়যন্ত্রের নীল নকশা করছেন। তাঁর এ নীল নকশা উন্মোচনের জন্য আজ এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। আমি চাই এ সংবাদটি আপনারা আপনাদের সু-নাম ধন্য পত্রিকায় প্রকাশ করেন।

বিষয়টি নিয়ে কুশনা ইউনিয়ন পরিষদ সাবেক চেয়ারম্যান ও যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল হান্নান বলেন, ওই সময় তারা আমাকে না পেয়ে নিরিহ মানুষ আমার পিতাকে হত্যা করান। সেই থেকে আমি তাদের ভয়ে ১০ বছর বাড়ি ছেড়ে কোটচাঁদপুর ভাড়ার বাসায় থাকতাম।

তিনি বলেন, দীর্ঘদিন পর হলেও আমার পিতার হত্যা মামলার শুনানি হয়

গেল ৬ মার্চ। এরপর থেকে তারা আমার উপর বিভিন্ন প্রকার

হুমকি ধামকি অব্যহত রেখেছেন। আমি কোন উপায় না পেয়ে বিষয়টি নিয়ে কোটচাঁদপুর থানায় জিডি করেছি। এ কারনে তারা আমার উপর আরো ক্ষিপ্ত হয়ে থানায় আমার ও আমার স্ত্রী নামে মিথ্যা জিডি করেছেন। এখন মামলাটি ভিন্ন খাতে নিতে ষড়যন্ত্র করছেন। সত্য ঘটনা পত্রিকায় তুলে ধরায়, তা ধামা চাপা দিতে সংবাদ সম্মেলনও করেছেন তারা। বিষয়টি তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তাব্যক্তিদের হস্তক্ষেপ কামনা করছেন আব্দুল হান্নান।

কোটচাঁদপুরে ভোক্তা অধিকার দিবস পালিত

কোটচাঁদপুরে ভোক্তা অধিকার দিবস পালিত হয়েছে। তবে দিবসে ছিলেন না জনপ্রতিনিধি ও ব্যবসায়িরা। আজ শুক্রবার স্থানীয় অফিসার্স ক্লাবে এ বিষয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

কোটচাঁদপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা উছেন মে সভায় সভাপতিত্ব করেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা কমান্ড কাউন্সিলের সাবেক মুক্তি যোদ্ধা কমান্ডার তাজুল ইসলাম, কোটচাঁদপুর পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি কাজী আলমগীর হোসেন।

এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন, কোটচাঁদপুর বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ইসাহক আলী, কোটচাঁদপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) শামীম হোসেন, প্রকল্প কর্মকর্তা জহুরুল ইসলাম, উপজেলা ক্যাবের সভাপতি প্রভাষক তুহিন, সদস্য শরিফুজ্জামান আগা খান ও গণমাধ্যম কর্মী সুব্রত কুমার।

অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন উপজেলা তথ্য সেবা কর্মকর্তা তানিয়া সুলতানা।দিবসটি নিয়ে বক্তারা বাজার ব্যবস্থা, বাজার মনিটরিং সহ বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন।

ঝিনাইদহে বিশ্ব ভোক্তা-অধিকার দিবস পালিত

“স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ি, ভোক্তার স্বার্থে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করি” এই প্রতিপাদ্য নিয়ে ঝিনাইদহে বিশ্ব ভোক্তা অধিকার দিবস পালিত হয়েছে।

আজ শুক্রবার সকালে ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে জেলা প্রশাসন ঝিনাইদহ এবং জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ঝিনাইদহ জেলা কার্যালয়ের উদ্যোগে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) রথীন্দ্র নাথ রায় এর সভাপতিত্বে সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক এস এম রফিকুল ইসলাম।

ভোক্তা অধিদপ্তর ঝিনাইদহ জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক নিশাত মেহের এর উপস্থাপনায় বক্তব্য রাখেন ক্যাব ঝিনাইদহ জেলা শাখার সভাপতি আমিনুর রহমান টুকু, বীর মুক্তিযোদ্ধা মকবুল হোসেন, এন এম শাহজালাল, ঝিনাইদহ জেলা রিপোর্টার্স ইউনিটির সভাপতি এম এ কবীর, হাফিজুর রহমান, ঝিনাইদহ জেলা নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা সাধন সরকার, টিসিবি ঝিনাইদহ কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক আতিকুর রহমান, ক্যাব ঝিনাইদহ জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক শরিফা খাতুন পমুখ। সভায় প্রামান্য চিত্র প্রদর্শনীর মাধ্যমে ভোক্তাদের অধিকার সংরক্ষণ এবং আইনি প্রতিকার বিষয়ক তথ্য তুলে ধরা হয়।

প্রধান অতিথির বক্তৃতায় জেলা প্রশাসক এস এম রফিকুল ইসলাম বলেন, ভোক্তাদের অধিকার রক্ষায় সরকার নানামুখী পদক্ষেপ নিয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০০৯ সালের ৬ এপ্রিল ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ আইন প্রণয়ন করে। তিনি বলেন কোন না কোন ভাবে আমরা সকলেই ভোক্তা, এ জন্য আমাদের সচেতন হতে হবে।

সভায় জেলার বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংগঠনের প্রতিনিধি, সরকারী দপ্তরের কর্মকর্তা এবং ভোক্তা অধিকার নিয়ে কাজকরা স্বেচ্ছাসেবী উপস্থিত ছিলেন।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

উদ্যোক্তা আবু দাউদ জানান, প্রায় ১৪ বছর যাবত উদ্যোক্তা হিসেবে আমরা আমাদের জীবন যৌবন শেষ করেছি, এখন আর সরকারী চাকুরীর বয়স নেই আমরা এখ কোথায় যাব? অথচ জেলা প্রশাসক সুপ্রিমকোর্টের আদেশের তোয়াক্কা না করে সম্পুর্ন বেআইনী ভাবে এই নিয়োগ পক্রিয়া চালিয়ে কার্যত উচ্চ আদালতকে হেয় প্রতিপন্ন করেছেন।

এ ব্যাপারে ঝিনাইদহের জেলা প্রশাসক এস এম রফিকুল ইসলাম বলেন, নিয়োগ প্রক্রিয়ায় আদালতের কোন নিষেধ নেই। সে কারনেই নিয়োগ প্রক্রিয়া চলছে।

ঝিনাইদহে ২৫’শ কৃষকের মাঝে পাট বীজ বিতরণ

পাটের আবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে খরিপ-১/২০২৩-২৪ মৌসুমে প্রণোদনা কর্মসূচীর আওতায় ঝিনাইদহে ২৫’শ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে পাট বীজ বিতরণ করা হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার (১৪মার্চ) সকালে সদর উপজেলা পরিষদ চত্বরে কৃষি বিভাগের পক্ষ থেকে এ বীজ বিতরণ করা হয়। সদর উপজেলা কৃষি অফিসার নূর-এ-নবী’র সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার রাজিয়া আক্তার চৌধুরী।

সেসময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা সমাজসেবা অফিসার আব্দুল হাই সিদ্দিকী, সদর উপজেলা অতিরিক্ত কৃষি অফিসার মুহাম্মদ জুনাইদ হাবীব, সদর উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার মীর রাকিবুল ইসলামসহ অন্যান্যরা।

অনুষ্ঠানে উপজেলা কৃষি অফিসের আয়োজনে সদর উপজেলার ১৭ টি ইউনিয়ন ও ১ টি পৌরসভার ২ হাজার ৫’শত কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে বিজে আর আই তোষা পাট-৮/রবি-১ উন্নত জাতের ১ কেজি করে মোট ২ হাজার ৫’শ কেজি পাট বীজ বিতরণ করা হয়।

হরিণাকুণ্ডুতে অবৈধ সীসা কারখানা সিলগালা, ৫০ হাজার টাকা জরিমানা

ঝিনাইদহের হরিণাকুন্ডু উপজেলার চারাতলা নামক স্থানে অবৈধ সীসা কারখানার বিষক্রিয়ায় বিভিন্ন সময় ১০/১২টি গরু মারা গেছে। এবিষয়ে ঝিনাইদহ পরিবেশ অধিদপ্তর খবর পেয়ে গতকাল বুধবার বিকালে ভ্রাম্যমান আদালত বসিয়ে অবৈধ সীসা কারখানাটি সিলগালাসহ ৫০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করে।

ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করেন হরিণাকুন্ডু উপজেলার এসিল্যান্ড ও নির্বাহী ম্যাজিষ্ট্রেট নিরুপমা রায়। অভিযানের সময় ঝিনাইদহ পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মুস্তাছির রহমান উপস্থিত ছিলেন।

এলাকাবাসি সুত্রে জানা গেছে, প্রায় তিন বছর ধরে চারাতলা বাজারের পাশে পায়রাডাঙ্গা গ্রামের ডালিম মন্ডল তার জমি ভাড়া দিয়ে এই অবৈধ কারখানা পরিচালনা করতে সহায়তা করে আসছিলেন। গাইবান্ধা জেলার মশিয়ার রহমান জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে বিতাড়িত হয়ে চারাতলা বাজারের নির্জন স্থানে অবৈধ সীসা কারখানায় পুরানো ব্যাটারি থেকে সীসা সংগ্রহের কাজ করে আসছিল। এই কারখানা থেকে তীব্র ঝাঝালো এসিডের গন্ধে এলাকার পরিবশে বিপন্ন হতো।

গতকাল শিতলী গ্রামের আলো জোর্য়ারদার অভিযোগ করেন, বুধবার ওই কারখানার পাশে তার ৮টি গরু ঘাস খাচ্ছিল। বিষক্রিয়ায় তার গরুর পাল অসুস্থ হয়ে পড়ে। বাড়ি আনার পর তিনটি গরু মারা যায়। বাকী পাঁচটি গরু তড়িঘড়ি করে স্থানীয় ইবাদত কসাইয়ের কাছে বিক্রি করে দেওয়া হয়।

পায়রাডাঙ্গা গ্রামের মকলেছুর রহমান জানান, এর আগে ভালকী গ্রামের খেলাফৎ ও পায়রাডাঙ্গা গ্রামের কলিম উদ্দীনসহ একাধিক কৃষকের ১০/১২টি গরু মারা গেছে। এসব গরুর দাম প্রায় ১৫ লাখ টাকা হবে। এই অবৈধ সীসা কারখানা উচ্ছেদের জন্য এলাকাবাসি বহুবার হরিণাকুণ্ডু উপজেলা প্রশাসন ও ঝিনাাইদহ পরিবেশ অধিদপ্তরকে জানালেও তারা

অদৃশ্য কারণে তা বন্ধ করেনি। অবশেষে বিভিন্ন সময় ১০/১২টি গরুর মৃত্যুর পর বুধবার ভ্রাম্যমান আদালত বসিয়ে কারখানাটি সিলগালা করা হয়।

তথ্য নিয়ে জানা গেছে, গাইবান্ধা জেলার মশিয়ার রহমান এর আগে সদর উপজেলার আসাননগর, বংকিরা, বৈডাঙ্গা ও হরিশংকরপুর গ্রামে এই কারখানা স্থাপনের চেষ্টা করে গ্রামবাসির প্রবল বাঁধার মুখে বিতাড়িত হয়। কারখানা পরিচালক গাইবান্ধা জেলার মশিয়ার রহমান জানান, “তিনি ঘাটে ঘাটে টাকা দিয়ে এই কারখখানা চালিয়ে আসছিলেন। আমার টাকা সবার পকেটে আছে। তিনি দাবী করেন ৪০ জায়গায় তিনি মাসিক টাকা দিয়ে এই ব্যবসা চালিয়ে আসছিলেন”।

বিষয়টি নিয়ে ঝিনাইদহ পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মুন্তাছির রহমান জানান, আমার লোকবল নেই। একটা অভিযান পরিচালনা করতে প্রায় দেড় লাখ টাকা খরচ। কিন্তু অফিসের কোন বরাদ্দ নেই। তিনি বলেন, বুধবার ভ্রাম্যমান আদালত বসিয়ে অবৈধ সীসা কারখানাটি সিলগালাসহ ৫০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

ঝিনাইদহে মাদকাসক্ত ছেলের লাঠির আঘাতে মায়ের মৃত্যু

ঝিনাইদহের মহেশপুরে মাদকাসক্ত ছেলের লাঠির আঘাতে প্রাণ হারিয়েছেন এক মা। গতকাল বুধবার (১৩ মার্চ) সন্ধ্যায় উপজেলার কেশবপুর গ্রামের এ ঘটনা ঘটে।

নিহত শ্যামলী খাতুন (৪৩) ওই গ্রামের আনিছুর রহমানের স্ত্রী। এ ঘটনায় ঘাতক ছেলে রতন মিয়াকে (২২) আটক করেছে পুলিশ। স্থানীয়রা জানান, মাদক সেবনের টাকার জন্য প্রায়ই বাবা-মাকে চাপ প্রয়োগ করতো রতন। সর্বশেষ বুধবার (১৩মার্চ) সন্ধ্যার দিকে মা শ্যামলী খাতুনের কাছে বেশ কিছু টাকা দাবী করে ছেলে রতন। সেসময় মা টাকা দিতে অপরাগতা প্রকাশ করায় রতন ক্ষুব্ধ হয়ে কাঠের লাঠি দিয়ে এলোপাতাড়ি মারপিট করে। এতে শ্যামলী খাতুন রক্তাক্ত জখম হয়। তার আত্মচিৎকারে প্রতিবেশীরা উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলা

স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করে। সন্ধ্যার পর কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

এ ব্যাপারে মহেশপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা(ওসি) মাহাবুবুর রহমান জানান, এ ঘটনায় ঘাতক রতন মিয়াকে আটক করা হয়েছে। নিহতের মরদেহ সদর হাসপাতালের মর্গে পাঠানো করা হয়েছে।